দৈনিক
ইত্তেফাক

21 JAN 2017
6 9

শিক্ষক নিয়োগে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা কাম্য

ইব্রাহীম রাসেল

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। এই পেশার সঙ্গে যারা বা যেসব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান জড়িত রয়েছে তাদেরও মহানুভবতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া উচিত। কারণ তারা জাতির ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কিছু উল্টো চালচিত্র চোখে পড়ে। দায়িত্বহীনতার পরিচয় মেলে। সরকার এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রমে হয়রানি, ভোগান্তি ও দুর্নীতি কমাতে নতুন নিয়ম চালু করেছিল। বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডি ও পরিচালনা পর্ষদের ক্ষমতা লোপ করে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষকদের মনোনীত করে দেওয়ার দায়িত্ব দেয় Non-Government Teachers' Registration & Certification Authority (এনটিআরসিএ)-কে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষক নিয়োগে হয়রানি ও ভোগান্তি কমার পরিবর্তে আরো ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়ছেন মনোনীত শিক্ষকরা। পত্রিকার সূত্রমতে দুই দফায় ১৫ হাজার শিক্ষক মনোনীত হয়েও বেশিরভাগ মনোনীতরাই এখনো যোগদান করতে পারেননি। শুধু তাই নয়, কবে তাঁরা যোগদান করতে পারবেন সে বিষয়টিও তাঁদের কাছে পরিষ্কার নয় বা সে বিষয়ে কোনো পরিষ্কার তথ্য তাঁরা পাচ্ছেন না। এনটিআরসিএ এই সমস্যা সমাধান করার কথা থাকলেও কার্যকর কোনো ভূমিকা চোখে পড়ছে না। এদিকে মনোনীত শিক্ষকদের উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে। কারণ বর্তমান সময়ে চাকরির দুরবস্থার মধ্যেও যখন তাঁরা মনোনীত হয়েছিলেন, কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়োগপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে পুরোপুরিই হতাশ।

আমার পরিচিত অমর সরকার নামে একজন বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলার বিএমপিবিএল হাইস্কুলে সমাজবিজ্ঞানের সহকারী শিক্ষক হিসেবে এনটিআরসিএ কর্তৃক মনোনীত হয়েও শেষ পর্যন্ত যোগদান করতে পারেননি। অমর সরকার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে গেলে প্রতিষ্ঠানপ্রধান জানান, 'ভুলক্রমে এনটিআরসিএ-কে চাহিদাপত্র দেওয়া হয়েছে। ঐ পদে আমার প্রতিষ্ঠানে কোনো কোটা খালি নাই।' বিষয়টি এনটিআরসিএ-কে অবগত করলে তারা অভিযোগটি লিখিত আকারে দেওয়ার কথা বললে অমর সরকার আড়াই মাস আগে লিখিত আকারে অভিযোগটি জমা দেন। কিন্তু কবে নাগাদ এর সমাধান হবে তার কোনো সদুত্তর এনটিআরসিএ-এর কাছ থেকে আজ অবধি পাওয়া যায়নি। কয়েকবার যোগাযোগ করলেও তাদের বক্তব্য একই।

শুধু অমর সরকার নয়, সারা বাংলাদেশে এমন কয়েক হাজার মনোনীত শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত নিয়োগপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই জাতীয় সমস্যাসহ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘুষ চাহিদাসহ নানাবিধ হয়রানির শিকার হচ্ছেন। শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। এই পেশায় যুক্ত হতে গিয়ে এ ধরনের হয়রানির শিকার হওয়াটা সত্যি দুঃখজনক ও দুশ্চিন্তার। এনটিআরসিএ-সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের অসহযোগিতামূলক আচরণ কাম্য নয়। যাঁরা স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে এই মহান পেশায় আসেন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যদি এমন আচরণ থাকে তাহলে মেধাবীরা এই পেশায় আসার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হবেন। যার ফলে জাতি মেধাবী শিক্ষক প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ এনটিআরসিএ-এর আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা কামনা করছি।

ঢাকা